মোহে চাকর রাখো জী~

বর্ণচোরা

—শিল্পভারতীর রসোজ্জ্বল নিবেদন—

# বর্ণচোরা

কাহিনী : বনফুল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

গীতরচনা : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার** • সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : গৌর দে।

॥ সংগঠনে ॥

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ; শব্দধারণ : অবনী চ্যাটার্জ্জী (বহির্দৃশ্য) ; নৃপেন পাল ও শ্যামসুন্দর ঘোষ (অভ্যন্তরদৃশ্য) ; প্রধান সম্পাদক : সুবোধ রায় ; সম্পাদক : নিমাই রায় ; শিল্প-নির্দ্দেশ : প্রসাদ মিত্র ; ব্যবস্থাপক : গোকুল বালা ; রূপসজ্জাকর : বসির আমেদ ; দৃশ্য সজ্জাকর : কেলু মহারাণা, মনি সর্দ্দার, জুগারাম, মঃ রফি, গোপাল দাস ; হিসাব রক্ষক : গৌর ভাদুরী ; প্রধান সহ পরিচালক : জগদীশ মণ্ডল ; ঐ সহকারী : যতীন রায়, নবেন্দু চ্যাটার্জ্জী ; প্রধান সহ সঙ্গীত পরিচালক : সমরেশ রায় ; ঐ সহকারী : নিখিল চ্যাটার্জ্জী ; পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ; কেশবিন্যাস : গৌরী দেবী ; নৃত্যপরিকল্পনা : চিত্রা মণ্ডল

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

সহ চিত্রশিল্পী : মধু ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ দাস, মনিশ দাসগুপ্ত, দুর্গা রাহা ; সহ শব্দযন্ত্রী : শঙ্কর গুহ (বহির্দৃশ্যে), অনিল নন্দন, মনি মণ্ডল (অভ্যন্তর দৃশ্যে), সহ সম্পাদক : বাসুদেব ব্যানার্জ্জী ; সহ শিল্পনির্দেষ্টা : সুরথ দাস ; সহ ব্যবস্থাপক : সতীশ দাস ; সহ রূপসজ্জাকর : সরোজ মুন্সী, শেখ জামান ; আলোক সম্পাতক'রীগণ : সতীশ হালদার, কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, দুখী নস্কর, ব্রজেন দাস, রাম খেলান, বেনু ধর, মঙ্গল সিং

আবহ সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেট্রা ॥ স্থির চিত্রগ্রহণে : এডনা লরেঞ্জ ওয়েষ্ট্রেক্স ও জি, কে, শব্দযন্ত্রে নিউ থিয়েটার্স (১নং) ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশক—**সিনে ফিল্মস (প্রাইভেট) লিমিটেড**
৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

## 'বর্ণচোরা'র মর্মকথা

দোতলায় 'সঙ্গীত কলা কেন্দ্রে'র ঘরটিতে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুলতা। যে গানের সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে পায়ে পায়ে উঠে এসেছিল, দেখে অতি সুললিত কণ্ঠে পিয়ানোয় ঝঙ্কার তুলে সে গানটি গাইছে—তাদেরই নব নিযুক্ত গৃহভৃত্য কেষ্টা! সাড়া না দিয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়—

রানাঘাট আলুপাড়া রোডের দুঁদে উকীল গোবর্দ্ধন চাটুজ্যে জমিদার বন্ধু পুরন্দরের চিঠি পেয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন একবার খোঁজ নিতে। পুরন্দর দাশগুপ্তের এম এ পাশ একমাত্র ছেলে ক্ষিতীশ। বাপের সঙ্গে বিদ্রোহ করে এসে তাদের রাণাঘাটের বাড়ীতে একটা সঙ্গীত কলা কেন্দ্র না কি খুলে বসেছে।

বাড়ীতে ফিরে অসন্দিগ্ধ কেষ্টাকে তার দিদিমণি বললে— 'চোর ধরেছি।'

ক্ষিতীশ বললে—'কি জানো! আমার ঐ গানের স্কুল। তোমার অভাবে জমছে না। তা ওরা বললে তোমাকে ধরা সহজ নয়। তাই রাস্তায় ডেকে চাকরীটা যখন দিলে—তখন চান্স ছাড়তে পারলাম না'—

'আমি না হয় ভুল করেছিলাম—আপনি তো ভুল ভেঙ্গে দিতে পারতেন! না না, আমাকে নিয়ে মজা করতেই আপনার এ কাজ।'

'মজা করতে আর পেলাম কোথায়—নিজেই তো ম'জে গেলাম!'

'আচ্ছা এখন তো হল—এবার চাকরীটা ছাড়ুন দয়া ক'রে!'

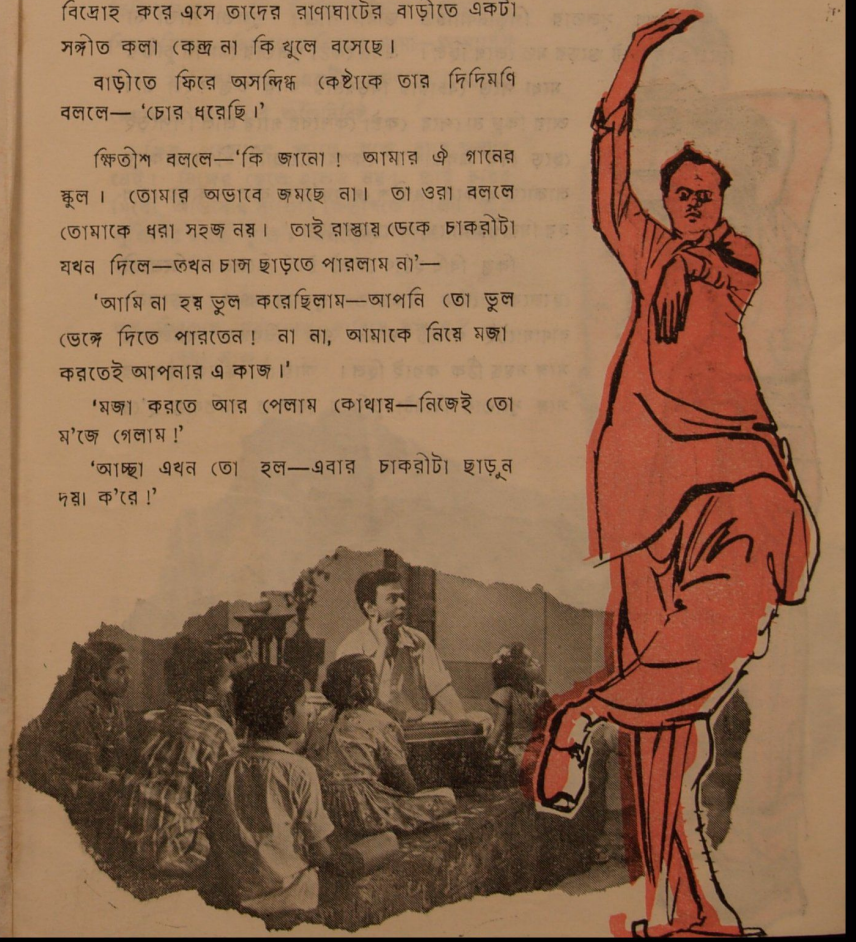

ক্ষিতীশ অনুনয়ের সুরে শুধু বললে—'মোহে চাকর রাখো জী!'

সুতরাং কেষ্টার ভূমিকায় ক্ষিতীশের এ বিচিত্র পর্ব্ব আরো জমে উঠল। বাজার করা, বাসন মাজা, জল তোলার ফাঁকে ফাঁকে সুরু হয় গান বাজনার গোপন চর্চ্চা। তার বিপদও আসে। গলা মিলিয়ে সুর শুধরে দিচ্ছিল ক্ষিতীশ সুলতার—ঘর ঝাঁট দিতে দিতে। হঠাৎ পিসিমা এসে বলেন—'তোর ঘরে ছেলের গান শুনলাম না সুলতা?'

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি বলে—'রেডিও হচ্ছিলেন আজ্ঞে। বন্ধ হয়ে গেলেন।'

সুলতা বলে—'তোমার কি উপস্থিত বুদ্ধি'!

ক্ষিতীশ বলে—'তোমার উপস্থিতিই আমার বুদ্ধি!'

কেশব সুলতার পিতৃনির্ব্বাচিত ভাবী পাত্র। সুলতা পাত্তা না দিলেও সে চিটে গুড়ের মত লেগে ছিল। এখন কেষ্টা সুলতার গোপন চুক্তির মধ্যে পড়ে বেচারার বিড়ম্বনার আর অন্ত রইল না। আর কিছু না পেয়ে কেষ্টা কেশবের গায়ে লাল পিঁপড়েই ছেড়ে দেয় একরাশ। কেশব পরিত্রাহি চীৎকার ক'রে লাফাতে থাকলে ক্ষিতীশ গোবর্দ্ধনকে বলে—'বাবুর বোধ হয় মিরগির ব্যামো আছেন আজ্ঞে!'

কিন্তু বিধি হঠাৎ লেফট টার্ণ নিলেন। বিদ্রোহী ছেলেকে বেঁধে ফেলতে পুরন্দর এসে পড়লেন। রাণাঘাটেই পালটি ঘরের এক নিরক্ষরা বালিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করাই ছিল। আর গোবর্দ্ধনও কেশবের সঙ্গে সুলতার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে

পড়লেন। সুতরাং মরিয়া হয়েই একদিন ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত আর সুলতা চ্যাটার্জীকে ফাঁস করতে হয় তাদের মনের কথা—

আঁতকে উঠলেন সবাই। অসবর্ণ বিয়ে? অসম্ভব! সমাজ নেই! বংশ মর্যাদা নেই! হোক না কেন বন্ধুর ছেলে, বন্ধুর মেয়ে। গোবর্দ্ধন মেয়েকে তালাবন্ধ করে ফেললেন। পুরন্দর ছেলেকে শাসালেন—'অন্য জাতে কিছুতেই বিয়ে করতে দোব না!'—ছেলে বললে—'মনের জাতে আমাদের রাজযোটক মিল!'—বাপ বললেন—'যুদ্ধ!'

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। একদিকে প্রভাব প্রতিপত্তিশীল প্রবীনরা। আর একদিকে সহায়সম্বলহীনের দল। বেকার, উদ্বাস্তু 'বাড়ীওলা' গণেশ। নৃত্যপরায়ন মনিঅর্ডার ফর্ম্ম লিখিয়ে নিরোদ। চুল্লী নিয়ে বিব্রত টিকিধারী ফিরিওলা ওঝা। শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার ও খাণ্ডারাণী শিখ মহিলা। নিরোদের চিররুগ্ন মামা—আমাদের জীর্ণ সমাজের মত একটী নড়বড়ে চেয়ারের মেরামতে যে সদাই অভিনিবিষ্ট...

কিন্তু পুরন্দরের কাছে যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় নেই। নিজের ছেলে হলেও নয়। তাই চুরির মিথ্যে অভিযোগ সাজিয়ে ক্ষিতীশকে দিলেন তিনি পুলিশের হাতে তুলে। বললেন—'দেগে দিলাম। তেজ কমবে'।

তবে? ক্ষমতা আছে বলেই প্রাচীনের দল চিরকাল নবীনদের দাবিয়ে রাখবে?

দেখা যাক।

# গান



( ১ )

এখানে সবই ভাল আলোতে মিলায় কালো
ভালবাসার চশমা দিয়ে দেখতে যদি পাও।
এত যে ঝগড়াঝাঁটি হাহুতাশ কান্নাকাটি
মিটিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বুকে টেনে নাও।
ফুলের বুকে মিষ্টি হাসি দেখতে কেন চাও না—
নেই এখানে হিসেব-নিকেশ নেই তো দেনা-পাওনা।
এখানে হৃদয় মাঝে প্রেমেরই মন্ত্র বাজে
সেই সুরেরই আনন্দে আজ জীবন ভ'রে দাও।
এখানে সবাই হাসে দুঃখ কারো সয় না
পরেরই সুখে হেথায় মুখ তো কালো হয় না।
এখানে ভ্রমরপাখী বলে যায় এই তো ডাকি
আমাদেরই মত সবাই প্রেমেরই গান গাও ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী, বাসন্তী ঘোষাল,
ঝর্ণা ঘোষ বাণী দাসগুপ্ত

( ২ )

আর কত নেভা দীপ জ্বালি।
সবুজ স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ঐ
ধূ ধূ করে শুধু বালি।
জানি গো আমার কিছু রবে না
তবু তো আশার শেষ হবে না।
আলো যেন মুছে দিয়ে হায়
পাই আঁধারের কালি।
আমার দ্বারে আসে না কেউ
আমি বড় একা—
মরুর বুকে আসে না মেঘ
দূরেই সে দেয় দেখা।
জানি গো আমি কিছুই পাবনা
শুধুই বাড়ে যত ভাবনা
সে কোন শ্রাবণ মোর ফাগুনে
দেয় আঁখিজল ঢালি ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী

( ৩ )

এস ধীরে ধীরে এস।
বসন্ত হয়ে মাধুবী ছড়ায়ে
আমার ভুবন ঘিরে এস।
ওগো আনমনা পথ ভুলে যেও না—
দেখো যেন পায়ে ব্যথা পেও না।
এতটুকু শান্তির মধুর মমতা ভরা
হৃদয়ের এই নীড়ে এস।
আমি পদধ্বনি শুনে দ্বার খুলেছি
না পাওয়ার যত কথা ভুলেছি—
প্রেমেরই যে খেয়া বেয়ে
ভরা পালে তুমি মোর
জীবনের এই তীরে এস ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী

( ৪ )

ওরে বাতাস ফুল শাখাতে
দিস নে আজি দোল রে—
আমার এ মন যেন
কেমন কেমন করে।
ও ভোমরা এমন ক'রে
ছড়াস মিঠে বোল রে—
আমার এ মন যেন
কেমন কেমন করে!
ভরিয়ে দাও আমায় ভরিয়ে দাও—
ও ফাগুন আমার প্রাণে
তোমার হাসি ছড়িয়ে দাও
ও পাখী তুই করলি কেন
আমায় উতরোল রে
আমার এ মন যেন
কেমন কেমন করে!
দুলিয়ে দাও আমায় দুলিয়ে দাও—
ও আকাশ আমার চোখে
স্বপ্ন কাজল বুলিয়ে দাও!
ও বাঁশী তুই প্রাণে আমার
সুরেরই ঢেউ তোল রে—
আমার এ মন যেন
কেমন কেমন করে ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী


## চিত্রগঠনে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন

শ্রীযুত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রীমতী ইন্দুবালা দে ॥ শ্রীসত্যনারায়ণ কর্ম্মকার ॥ শ্রীমধুসূদন সাহা ॥ শ্রীহরেন রায় চৌধুরী ( মিস্ত্রিঘাট, ব্যারাকপুর ) ॥ শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস ( বেনেপাড়া, ব্যারাকপুর ) ॥ শ্রীহরিদাস পাল ( রানাঘাট ) ॥ কমলা অপটিক্যালস ( রানাঘাট ) ॥ শ্রীমনোজ চৌধুরী ॥ দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই কোং ॥ ভোলানাথ পেপার হাউস

॥ রূপায়ণে ॥

অনিল চ্যাটার্জ্জী ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥ অনুপ কুমার ॥ ভানু ব্যানার্জ্জী ॥ জহর রায় ॥ গঙ্গাপদ বসু ॥ হরিধন মুখার্জ্জী ॥ অজিত চ্যাটার্জ্জী ॥ অবনীশ ব্যানার্জ্জী ॥ নব্যেন্দু চ্যাটার্জ্জী ॥ অমিত দে ॥ খগেশ চক্রবর্ত্তী ॥ অমল ভট্টাচার্য্য ॥ সলিল দত্ত ॥ দুর্গাদাস ॥ অনিল মুখার্জ্জী ॥ কেষ্ট দাস ॥ অজিৎ সিং ॥ অর্জ্জুন সিং ॥ জগদীশ মণ্ডল ॥ বিমল পাল ॥ পারিজাত বসু ॥ ভানু রায় ॥ সন্ধ্যা রায় ॥ রেণুকা রায় ॥ রাজলক্ষ্মী ॥ গীতা দে ॥ রমা দাস ॥ মল্লিকা বসু ॥ আশা দেবী ॥ সুরুচি সেনগুপ্তা ॥ জ্যোৎস্না চ্যাটার্জ্জী

শিবেন ব্যানার্জ্জী, শৈলেন পাল, মিণ্টু, অনু, ভূপেন, রাজকুমার, গোলাম মহম্মদ, সতীশ, নিমাই, শঙ্কর, দিলীপ, নিমাই, পঙ্কু ও মাঃ ভূপেন্দ্র, মাঃ সোনাচাঁদ, পরেশ ঘোষ, ধ্রুব দাস, সিরাজ কুমার, তারাচাঁদ এবং আরো অনেকে

সুমুদ্রণ, ১৩৬বি আশুতোষ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত ও সিনে ফিল্মস, ৬৬ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত